স্কুলের প্রস্তুতিমূলক পরীক্ষার বিষয়ভিত্তিক খাতাগুলো অভিভাকদের দেখানো হয়। আগে শিক্ষার্থীদের দেখিয়েছে, রেজাল্টও দেয়া হয়েছে। খাতাগুলো বাবা মা বা কারো বড় ভাই বোন দেখতে এসেছে। সবার সাথে আমিও যাই অভ্রর খাতা দেখতে। আমার কাজ শুধু খাতা দেখা নয়, আমি অভিভাবকদেরকেও দেখি। একটু দেখলেই অনেক কিছু বুঝে যাই। ওনাদের ভাব বুঝতে চেষ্টা করি। তৃণার আম্মু নিজেই এসেছেন মেয়ের খাতা দেখতে। উনার পাশে তৃণাকে না দেখেই জিজ্ঞেস করি-ভাবী তৃণা আসে নি। না ভাবী। ও জানে খাতা দেখার সময় আসলে সবার সামনেই মাইর খাবে, তাই আসেনি। আপনি একা দেখে লাভ কি? মেয়ে সাথে থাকলে ওকে ভুলগুলো ধরিয়ে দিতেন। বাংলা রচনায় অভ্র ৫ মার্ক পেয়েছে ১০ নাম্বারের প্রশ্নে। ও বলে- ৫ পেইজ লিখলাম, মাত্র ৫ নাম্বার দিয়েছে, তার মানে দিদি প্রতি পেইজে এক নাম্বার করে দিয়েছে। দিদিকে খাতা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করি রচনায় আরো ভালো নাম্বার পেতে কি করতে হবে। যদিও আমি জানি পয়েন্ট বাড়াতে হবে। দিদি বললেন- মাত্র ৫ টা পয়েন্ট দিয়েছে। পয়েন্ট বাড়াতে হবে। আর যাই লিখেছে সে খুব ঘন করে লিখেছে। লাইনের মাঝে আরো ফাকা রাখতে হবে। উপরের ক্লাসের রচনার বই পড়তে হবে। ঘুরতে ঘুরতেই দেখা প্রধান শিক্ষিকার সাথে। উনি অভ্রর খাতা হাতে নিয়ে বললেন-লেখা আরো সুন্দর করতে হবে। -

সিস্টার ওর বাসার খাতার লেখা কিন্তু সুন্দর, এতে বুঝা যাচ্ছে সে বাসার লেখাতে সময় নেয় বেশি। এখন বাসায়ও তাকে সময় বেঁধে লিখতে হবে।সাথে সাথে তিনি বলেন- জানো মেয়েরা, আমার হাতের লেখা খুব সুন্দর। আমি এইচএসসি পরীক্ষার বাংলা ১ম পত্রের পরীক্ষায় লেখা সুন্দর করতে গিয়ে পুরা সময়ের মাঝে মাত্র ৪০ নাম্বারের উত্তর লিখতে পারি। এরপর বাসায় গিয়ে আমার ঘুম নেই সেই টেনশানে। অতপর সব পরীক্ষা এতই ভালো করেছি। শুধু বাংলা ১ম পত্রে আমি ৩৪ কি ৩৫ পেয়েছি। এখান থেকেই আমি শিখেছি, পরে আর কখনোই এমন হয়নি।

সাংবাদিক জয়নাল আবেদিন নিজের ফেইসবুক আইডিতে লিখেন-
"এসএসসি পরীক্ষার রেজাল্ট দেওয়া হলো। আজকের রাতে তারা ঘুমাতে পারছে না। কেউ পাশ করে আনন্দে আটখানা, কেউ ফেল করে হতাশার তলানিতে। এই দুটো পক্ষের বাইরে আছে আরও একটি পক্ষ। আমি বলছি রংপুরের রোকেয়া বেগমের কথা। যে মেয়েটি ফেল করার হতাশা সইতে না পেরে বেছে নিয়েছে আত্মহণনের পথ! আত্মহণন করতে গিয়ে মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছে রংপুরের আরও নয়জন কিশোরী! পরীক্ষায় ফেল করার পরে আত্মহত্যার খবর নতুন কিছু না। কিন্তু অবাক লাগে, এই আধুনিক যুগেও, যে ছেলেমেয়েরা এখন অবাধ তথ্যপ্রযুক্তির দুনিয়ায় বিচরণ করছে, যারা বোঝে ফেল করা মানেই বাতিলের খাতায় চলে যাওয়া নয়; সেই যুগের মেয়ে-ছেলেরা কেন এমন কাপুরুষোচিত পথে পা বাড়ায়? প্রতিযোগিতার এই বাজারে রোকেয়ারা ফেল করলে জীবন থেকেই হারিয়ে যাওয়ার জন্যে তাদের মা বাবারাও কম দায়ী না। তারা সন্তানের মাথায় পাশ কিংবা এ প্লাসের জুজু ঢুকিয়ে দেয়। বেশিরভাগের তো সন্তান এ প্লাস কেন পেলো না-সেই কষ্টেও ঘুম হারাম! মানুষের পৃথিবীতে এ প্লাসই সব না, কিংবা পাশও সব না। আগে তো ঘর থেকে ওদের নৈতিকতা শিক্ষা দিন। সন্তানদের নিজের জীবনে ভালোবাসার দীক্ষা দান করুন। তারপর না হয় পাশ কিংবা জিপিএ-৫ লাভের প্রত্যাশা। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, আত্মহণনের পথে ফেল করা একজন মেয়েই বেশি আগ্রাসী, যতটা না একজন ছেলে। এর কারণ কী? সমাজে এখনও মেয়েদেরকেই বোঝা মনে করা হচ্ছে!? ছেলে একবার পাশ না করলে বহুবারের চেষ্টায় করবে। আর মেয়ে একবার ফেল মানেই সব গেলো! পাশের বাড়ির রাবেয়া পাশ করলো, তুই কেন পারলি না; আমার মান-ইজ্জত সবই গেলো- এ ধরনের মানসিকতার অভিভাবক আমাদের সমাজে এখনও অনেক। বান্ধবী ফেল করেনি, আমি কেন করলাম- এ চক্ষু-লজ্জায়ও ভোগে অনেক মেয়ে! আমাদের ইতিবাচক মানসিকতার উন্নতি খুবই জরুরি। নইলে পাশ করতে না পারা রোকেয়াদের জীবন ফেল হতেই থাকবে! স্কুলের ৫ম শ্রেণী, ৮ম শ্রেণী আর ১০ম শ্রেণী শিক্ষার্থীদের জন্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই প্রতিবছর এই তিন ক্লাসের অভিভাবকদের ২/৩ বার করে স্কুলে ডাক পড়ে। শিক্ষার্থী অভিভাবক আর শিক্ষকদের মাঝে মত বিনিময় হয়। পড়ালেখা নিয়ে আলোচনা হয়, কি করলে ওরা আরো ভালো করবে ইত্যাদি ইত্যাদি। বিগত ১৯ বছর যাবত আমি একটা স্কুলের সাথে জড়িত, শিক্ষক হিসাবে নয়, অভিভাবক হিসাবেই। শিক্ষকদের সাথে মতবিনিময় করার জন্যে আমাদের ডাকা হয়। স্টেইজে গেলাম ডায়াস হতে আমি লেখাপড়া বিষয়ে বলতে যাই নি। আমি গিয়েছি শিক্ষার্থী আর অভিভাবকদের কিছু বলতে। আমরা সবাই চাই আমাদের সন্তান ভালো ফলাফল করুক, ক্লাসে প্রথম হোক। আমিও চাই আমার সন্তান ভালো করুক, আমার সন্তান প্রথম হোক তা আমি কখনোই চাইনি। কারণ ক্লাসে প্রথম হয় একজনেই। আপনার আমার সন্তান স্কুলে আসছে লেখাপড়া করতে, যে যেমন পড়ালেখা করবে সে তেমন ফলাফল করবে। যার মেধা যেমন সে তেমন ফলাফল করবে। কোন কোন শিক্ষার্থী অল্প পড়েই অনেক পারে, বুঝতে হবে তার ব্রেন অনেক ভালো। পাশাপাশি ওর পাশের শিক্ষার্থীটি সকাল সন্ধ্যা অনেক পড়েও তেমন ফলাফল করতে পারে না। তখনি আমরা অভিভাবকগণ তেলে বেগুনে জ্বলে উঠি, "ও পারে তুই পারিস না কেন? ও ৮০ নাম্বারের উপরে পাইলো তুই ৫০ নাম্বার কেন? ও ভাত খায় তুই কি ভাতের মাড় খাস।"এখানে শিক্ষার্থীর দোষ কোথায়? আপনি নিজেই জানেন ও অনেক পড়েছে তাহলে ওকে দোষ দিচ্ছেন কেনো? আচ্ছা ধরে নিলাম সে ঠিক ভাবে লেখাপড়া করেনি বলে ফলাফল খারাপ করেছে। তাহলে বলতেই হয়, যে লেখাপড়া করেনি তার কাছে আপনি ভালো ফলাফল আশা করেন কেনো? আপনাকে তো ধরেই নিতে হবে সে যা করেছে তার ফল পাবে। কথার এর মাঝেই হাততালি পড়ে।

এবার আমি বলতে শুরু করি অন্য কথা। আপনি সব সময় চান মেয়েটা ভালো ফলাফল করুক। আপনি কি চান না আপনার সন্তান ভালো মানুষ হয়ে উঠুক? যদি তাই চান, তাহলে সন্তানের চলাফেরায় নজর দিন, ও কার সাথে মিশে, স্কুল ছুটির কত পরে সে বাসায় ফিরলো। প্রাইভেট পড়ার সময়ের কত আগে সে বের হলো। আপনার সন্তান বাসা থেকে বের হতে কি ধরণের পোষাক পরলো। ধরে নিলাম আপনারা দুজনেই চাকুরীজীবী, তাহলে নিশ্চই আপনার বাসায় কেউ আছে বা থাকে, তাকে নজর দিতে বলুন। তাও বলি যদি আপনার ঘরে তেমন কেউ না থাকে, তাহলে মাসে বা ১৫ দিনে হঠাৎ নিজে একবার অফিস সময়ে চলে আসুন। বলছিনা সন্তানকে সন্দেহ করতে, বলছি না সন্তানকে পাহারা দিতে, বলছি সচেতন হতে, বলছি সন্তানের ভবিষ্যত ভালো থাকার জন্যে ভাবতে। আপনার সন্তান একা চলাফেরা করে, ওর জন্যে একটা মোবাইল দিচ্ছেন, দিন। তবে মোবাইলটা সাধারণ থাকুক। আপনি ওর অভিভাবক, আপনার ঘরে একটা ওয়াইফাই কানেকশন আছে। সারাদিন অনেক পরিশ্রম করেছেন তাই ঘুমিয়ে পড়েছেন। আপনি কি জানেন আপনার সন্তান ইন্টারনেটে এ কি করছে। স্কুল কলেজ পড়ুয়া বাচ্চাটার রাতে নেট কানেকশন কি প্রয়োজন?

বলছি না সব বাচ্চার কথা, বলছিনা সব শিক্ষার্থী একই। কিন্তু আপনি একজনের অসচেতনতার ফলে আপনার সন্তান বখে যেতে পারে। আপনার সন্তানের জন্যে আরো বাচ্চারা বখে যেতে পারে। বলছি না সন্তানকে সন্দেহ করতে, বলছি সচেতন হতে, বলছি সন্তানের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে।

আমি নিজেই কয়েকটি শিক্ষার্থীকে দেখেছি স্কুল ছুটির পর অন্য স্কুলের ছেলেদের সাথে আড্ডা দিতে, তাই বলে বলছি না সন্দেহ করতে, বলছি সচেতন হলে সমস্যা কি? এটা আপনার জন্যেই ভালো, আপনার সন্তানের জন্যেই ভালো।আপনার সন্তান কয়েক ঘন্টার জন্যে স্কুলে আসে, এই সময়ের জন্যে ওর কত টাকার প্রয়োজন হতে পারে। স্কুলের লেনদেন এর খবর তো আপনিই জানেন। তাহলে খুব বেশি হলে ওকে ৫০/ পঞ্চাশ টাকা দিতে পারেন। বাসার টিফিন দিলে তাও দেয়ার দরকার নেই। ওর দৈনিক ভাড়া (যদি লাগে) আর টিফিনের টাকাই যথেষ্ট। অথচ আমি এমনও দেখেছি ৫শত টাকার নোট নিয়ে স্কুলে আসে। প্রশ্ন আমার-টাকাটা কি আপনি দিয়েছেন ? আপনি না দিলে সে এই টাকা কোথায় পেলো? এর খবর আপনাকেই রাখতে হবে।

লেখক পরিচিতি
রহিমা আক্তার মৌ
একাধারে একজন গল্পকার, প্রাবন্ধিক,, কলামিস্ট ও ফিচার লেখক। বিভিন্ন জাতীয় ও আঞ্চলিক পত্রিকায় গল্প কবিতা, ফিচার, কলাম, প্রবন্ধ ও নারী বিষয়ক লেখা লিখে আসছেন।

প্রাচীন শহর ময়মনসিংহ

আমি যে শহরে বাস করি তার নাম ময়মনসিংহ, এই শহরটি বাংলাদেশের সর্বশেষ ও অষ্টম বিভাগ। এটি একটি প্রাচীন শহর। এটি পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদের অববাহিকায় অবস্থিত। এটির প্রাচীন নাম ছিল নাসিরাবাদ। এখানে দক্ষিণ এশিয়ার একমাত্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। বাংলাদেশের একমাত্র মহিলা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ এখানে অবস্থিত। বাংলাদেশের প্রথম গালর্স ক্যাডেট কলেজ, একটি মেডিকেল কলেজ, ২টি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ঐতিহ্যবাহি বিদ্যাময়ী সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় সহ অসংখ্য ভাল ভাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকার কারণে একে শিক্ষা নগরী উপাধি দেওয়া হয়েছে। শিল্পাচার্য্য জয়নুল আবেদীন, প্রথম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, ভাষা শহীদ আব্দুল জব্বার সহ অনেক বিখ্যাত ব্যাক্তিদের জন্ম হয়েছে এখানে। এই শহরে জয়নুল আবেদীনের একটি সংগ্রহশালা রয়েছে, যা দেখতে প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ আসে, এখানে শশীলজ নামে পরিচিত রাজা শশী কান্তের বাড়ীসহ আরো কিছু ঐতিহ্য আছে। আমাদের এই শহরটি সত্যি প্রাচীন ঐতিহ্যে পরিপূর্ণ ।

যারিন আহমেদ সাবাহ্
শ্রেণী- ৩য়
মা- রাফিজা আজমিরী

২৩ তম মিটিং এর দিন। এদিন 'এসো' এর web Page Lunched হয়।

২৩ তম মিটিং এর পর আমরা সবাই

প্রাণের আকুতি তে বন্ধুদের মিলনমেলা ।যার মধ্যে দিয়ে সংবদ্ধ হচ্ছিলাম আমরা

রমনা পার্কে ১৪ তম মিটিং এ আমরা সবাই

০৭-০১-২০১৭ বন্ধুদের মিলন মেলা।

০৫/০৭/১৯ বি হোমসে আমাদের স্টাইপেন্ড সুবিধা
ভোগ করা ছাত্রীদের সাথে বর্না, মদিনা ও ডল (মদিনার মেয়ে)

মহাখালী রুমানার অফিসে মিটিংরত আমরা

জারা জামান টেকনোলজি, মহাখালী।আমাদের ২৩ তম মিটিং

১৫-০৮-২০১৯ মহাখালী রুমানার অফিসে ২২ মিটিং

রেখার বাসায় প্রথম গেট টুগেদারে আমরা

আমরা ও তাহারা (বরে রা)

বন্ধু হেনার বাসায় মিলন মেলায় আমরা

ভারতেম্বরী হোমস। যে স্থানটি আমাদের একসূত্রে গেঁথেছে।
একঝলকে শৈশব, কৈশোরের সেই স্মৃতিময় দিনগুলো ফিরে দেখ।

With the best compliments of

DESHBANDHU GROUP

DESHBANDHU GROUP
Corporate Office:
Mostafa Center, House # 59, Road # 27
Block # K, Banani, Dhaka-1213
Phone: +88 02 58816731, Fax: +88 02 8815571
E-mail: info@dbg.com.bd, www.dbg.com.bd

DESHBANDHU GROUP
দেশ ও জনগণের বন্ধু

www.dbg.com.bd

Heartiest Congratulations & The Best Wishes From
Engr. Md. Mozaffar Hossain
Managing Director-SIM Group
SIM Group
"Quality for living..."
Mozaffar Hossain Spinning Mills Ltd.
100% Export Oriented Yarn Manufacturing Industry
SIM Fabrics Ltd. (Weaving)
Leading Exporter & Quality Industry of Fine Fabrics
SIM Fabrics Ltd. (Dyeing & Finishing)
Export Oriented Heavy Industry For Cotton & Stretch Fabrics
Authentic ColorTex Ltd.
Authorized Agent for Rudolf Group (Germany),
Textile Dyes & Chemicals Importer & Supplier
SUNTECH ENERGY LTD.
For All Kinds of LED Lights, Solution and Solar System
Head Office:
House No.-315 Road No 4, Baridhara DOHS, Dhaka Bangladesh
Phone: +88-02-8833901-4, Fax: +88-02-8833903, +88-02-8415962
E-mail: info@simgroup-bd.com, web: www.simgroup-bd.com
Factory:
Thakurbari Teac, masumabad, Bhulta
Rupgonj, narayangonj, Bangladesh
Spinning
Weaving
Dyeing
Finishing
Boiler

বাচ্চারা সব

শেখ আহনাফ রাহমত
ক্লাস: ওয়ান
মা: আফরোজা ইসলাম

রায়হান আক্তার নাবিলা
ইষ্ট ওয়েষ্ট ইউনির্ভাসিটি
মা: সুফিয়া আক্তার

অনন্যা অধ্যায় সম্পূর্ণা
মা: সোমা সাহা

জুবায়ের সালমান
শ্রেণি : ৫ম
মা : নাজমা খান।

নাবিলা
মা: মেহেরুন নেসা

শেখ রাদ সাহমাত
শ্রেণি: ৬ষ্ঠ
মা: আফরোজা ইসলাম

আতিয়া ফারিহা
শ্রেণি: ৬ষ্ঠ
মা: দিপা ইয়াসমিন

আয়েশা সিদ্দিকা মুসকান
শ্রেণীঃ-তৃতীয়
মা: নাজমা খান।

আদিবা হাসান
শ্রেণি: ১ম
স্কুল : মানারাত ঢাকা
মা: শারমিন রহমান

জুয়েনা
শ্রেণী: দ্বিতীয়
মা: নাহিদ ফাতেমা সুচি

মৌমিতা বনিক
ক্লাস: কেজি
মা: জলি বনিক

এসো- এডুকেশন এন্ড সলিডারিটি অরগানাইজেশান
বার্ষিক সাধারণ সভা

স্থানঃ বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র
তারিখঃ ২৫ ডিসেম্বর, ২০১৯
সময়ঃ বিকেল ৩ : ৩০ মিনিট থেকে সন্ধ্যা ৭ : ৩০ মিনিট

অনুষ্ঠান সূচী

২:৩০- ৩:২৫ উপস্থিতি, সদস্য ফর্ম পূরন, ম্যাগাজিন প্রদান

সময়	বক্তা
৩:৩০- ৩:৪০	রোকেয়া সুলতানা, প্রার্থনা। সভাপতির বক্তব্য।
৩:৪২ - ৩:৪৭	প্রিন্সিপাল প্রতিভা মুৎসুদ্দি, ডিরেক্টর কুমুদিনী ওয়েল ফেয়ার ট্রাস্ট, উদ্বোধনী বক্তব্য।
৩:৫০ - ৩:৫৫	উলফাতুন নেসা, সাবেক অধ্যক্ষ ও প্রাক্তন ছাত্রী, ভারতেশ্বরী হোমস, শুভেচ্ছা বক্তব্য।
৩:৫৭ - ৪:০৭	অতিথি বৃন্দ, শুভেচ্ছা বক্তব্য।
৪:১০ - ৪:৩০	সদস্য বৃন্দ, সংগঠন উপস্থাপন।
৪:৩৫ - ৪:৪০	মোঃ আজিজুল বারী, (এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর, আই.এ.এ.) শুভেচ্ছা বক্তব্য।
৪:৪২ - ৪:৪৭	আব্দুলাহ্ আবু সায়ীদ, প্রতিষ্ঠাতা বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র , শুভেচ্ছা বক্তব্য।
৪:৫০ - ৫:০০	নাহিমা সুলতানা রেখা, ধন্যবাদ জ্ঞাপন।
৫:০০ - ৫:৩০	ফটো সেশন ও স্ন্যাকস ।
৫:৩০ - ৭:৩০	সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ।
৭:৩০	নৈশ ভোজ ।

সমাপ্ত